



Vol. 9 | No. 1 | 1965



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

Volume	9
Issue	1
Year	1965
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
Published online	June 15, 1965
DOI	10.62328/sp.v9i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v9i1.7
Pages	115-142
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাঙলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ-সঙ্কলন

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

ঃ স ঃ

সই — সহি দ্রঃ ।

সইদ — সৈয়দ দ্রঃ ।

সইস — সহিস দ্রঃ ।

সওক — সখ দ্রঃ ।

সওকিন — শৌখিন দ্রঃ ।

সওগাৎ — উপহার, মূল্যবান পুরস্কার । ফা. সৌঘাৎ ।

ভূঃ হ. প্যা. নক্শা : এক জোড়া শাল সওগাৎ পাঠান হলো । পুঃ চাচা
কাহিনী : সয়াজী রাও-এর দিল-তোড় মহব্বতের বদলে তিনি কি
সওগাত দেবেন সে বাবতে বহু আন্দিশা করেও তিনি কোনো কৈসালী-
করে উঠতে পারলেন না ।

সওদা — সদা দ্রঃ ।

সওয়া — সেওয়া দ্রঃ ।

সওয়ার, সোয়ার, আসোয়ার — অখারোহী। ফা. স্ৱা। অসৱাৱা দ্রঃ।

— ই — বহনকারী, পাকী। ফা. — ঈ।

তুঃ পদ্মপুরাণ : ছয় পুত্র লইয়া সাহে হইল সওয়ার। কটক সহিতে
গিয়া গঙ্গা হইল পার ॥ পুঃ রা. বাড়ুঘো, ধর্মরাজের গীত : যবন সোয়ার
সাজে অসি চর্ম হাতে। হানা দিল সংগ্রামে। লাগাম খেচে দাঁতে ॥
অথবা, আ. ঘ. তুলাল : বরদাবাবু তাঁহাদিগকে দ্বারায় সোয়ারিতে
উঠাইয়া আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। আবার, জীবনস্মৃতি : পাল-
তোলা নৌকায় যখন তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি
হইয়া বসিত।

সওয়াল, শওয়াল, সয়াল — প্রশ্ন, আবেদন। আ. সা'বল্। — জবাব —

প্রশ্নোত্তর। জবাব দ্রঃ। — জেরা — বাদানুবাদ, প্রতিপ্রশ্ন। জেরা দ্রঃ।

তুঃ আ. ঘ. তুলাল : মেজিষ্ট্রেট অনেক সওয়াল করিলেন। পুঃ গল্পগুচ্ছ,
আপদ : শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া শওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন।
অথবা, নীলদর্পণ : আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সওয়াল হইয়াছিল।
আবার, শূরপুরাণ : রজতের নৌকা হইল সূবর্ণ কেরুয়াল। আপুনি
রামায়-পায় করিল সয়াল ॥

সক — সখ দ্রঃ।

সক্কা — জল-বাহক। আ. সক্কহ্।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : সক্কা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ুকশ। চন্দ্রসূর্য মশালচি
মশাল ও জস ॥

সকলাং, সগোল্লাদ, শগল্লাথ — মূল্যবান পরিধান। আ. সক্রির্-লাং।

তুঃ কবি কঙ্কণ চণ্ডী :

বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাও খাট পিড়ি।

শগল্লাথ নেয়ালী পামরী ॥

পুঃ ঐ কপাল জুড়িয়া কেঁটা বসিল পণ্ডিত ঘটা

সগোল্লাদ পামরী কষলে ॥

সক্স — শক্স দ্রঃ ।

সখ, শখ, সওক, সক — ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, কোতূহল । আ. শৌক । শৌখিন দ্রঃ ।

তুঃ আ. ঘ. দুলাল : কাহারো বা ফুলের উপর সক হয় । পুঃ অপসরণ : কতজনের কত রকম শখের জিনিস ছিল । অথবা, রেজাউল্লা, কাছাছোল আদিয়া : কহ কিছু কেছা আর কালাম এয়ছাই ।
শুনিতে সওক করে সওকিন সবাই ॥

সখ্ৎ — শক্ত দ্রঃ ।

সখিন — শৌখিন দ্রঃ ।

সঙ্গিন — প্রস্তরবৎ, কঠিন ; বদুকের অগ্রভাগে স্থাপিত কঠিন, ধারাল অস্ত্র (Bayonet) । ফা. সঙ্গীন ।

তুঃ লীলাবতী : এ বড় সঙ্গিন মোকদ্দমা । পুঃ গোরা : উজ্জল রৌদ্র গাছের শাখার ভিতর দিয়া যেন অনেকগুলো বাকবকে সঙ্গিনের মতো বিম্বিয়া বাহির হইয়া আসিল । অথবা, হেমচন্দ্র, বাঙালীর মেয়ে : রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রিদিন । ঘাড়েতে পড়েন যার বিপদ সঙ্গিন ॥

সজাওয়াল — সাজোয়াল দ্রঃ ।

সজাব — পরিধানের ধার বা প্রান্ত । ফা. সন্জাফ্ ।

সংরক্ষি — শতরঞ্চ দ্রঃ ।

সতান — শয়তান দ্রঃ ।

সদ — ১০০ সংখ্যক । ফা. স্বদ্ (সং শত) ।

তুঃ প্রা. বা. পত্রসঙ্কলন : তমঃযুকে শুদ দরমাহা ফি সদ একটাকা ।

সদর — প্রধান, রাজকীয় কেন্দ্রস্থল, বিচার বিভাগ । আ. স্বদর্ । — আলা,

— এ আলা — প্রধান বিচারক । ফা. স্বদ্রে-আলা । আলা দ্রঃ ।

তুঃ চাচা কাহিনী : তোদের জমিদারীর সদর-খাজানা কত করে ?
পুঃ রবীন্দ্র, গ্রাম্য সাহিত্য : সদর দরজা তখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ । অথবা, রূপরাম ধর্মমঙ্গল : নবলক্ষ সেনা থায় সদর মাহিনা । ঘরে বস্তা থেম থায় বিঘা প্রতি আনা ॥ আবার, দীনবন্ধু, দ্বাদশ কবিতা : নূতন সদর আলা এসেছে ধীমান । করিবে সকলি সেই নূতন বন্দান ॥

সদ্রী — জ্যাকেট (Jacket), আঁট-কোঁর্তা । আ. স্বদ্রী ।

তুঃ পথে বিপথে, অস্থিঃ আজ গোলাপি সাটিনের সদ্রি, বাসন্তী রঙের ফিনফিনে ঢাকাই মসলিনের বুটিদার চাপকান, তার উপরে চিকনের কাজ করা হান্কা টুপিটি পরে মূর্তিমান বসন্তের মতো তাঁকে দেখতে হয়েছে ।

সদা, সওদা, সৌদা — ব্যবসা, বাণিজ্য । — গর — ব্যবসায়ী, বণিক । — ই — ঈ — ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত । ফা. সৌদা, — গর, — ঈ ।

তুঃ কুন্তিবাস, রামায়ণ, আদি : আপনি জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগরে ।
পুঃ শ্রীচৈ. মঙ্গল : ঠাকুর দেখিতে সেই আইলা সওদাগর । দুই নারী
লঞা গেলা মন্দির ভিতর ॥ অথবা, পু. গীতিকা. ৩য় : শুন শুন সদাইগর
তোমারে কহি । ইন্দং পালিব ক'মাস খোদার নাম লই ॥ আবার, আ. ঘ.
ছলল : সৌদাগরিতে লোকে ফেঁপে উঠে ।

সদি, — আল — শত সংখ্যক সৈন্তের অধ্যক্ষ । ফা. স্বদী ; স্বদ্-বালহ ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : দফাদার জমাদার চলে সদীয়াস । আগে পাছে
হাজারীর হাজার হাজার ॥

সন — বৎসর । আ. সননহ বা সিন্ ।

তুঃ বক্ষিম, বিবিধ প্রবন্ধ : এই সময়ে — কিন্তু কোন্ সময়ে — এই
আসল কথাটা সন তারিখ শূন্য যে ইতিহাস — এমনত বিবেচনা করিবার
অনেক কারণ আছে ।

সনদ — ছনদ দ্রঃ ।

সন্থক — সিন্দুক দ্রঃ ।

সনন্দ — ছনদ দ্রঃ ।

সনাক্ত — শনাক্ত দ্রঃ ।

সপ — শপ দ্রঃ ।

সপর্দহ — শোপর্দ দ্রঃ ।

সপিবা — সফিবা দ্রঃ ।

সপেদ — সফেদ দ্রঃ ।

সফর, শফর — ভ্রমণ । আ. সফর্ । — ইয়া — ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী । আ.
-ঈ, সফ্রী — ভ্রমণকারী ; সাফির বা ইহার বহুবচন সফ্ফার —
ব্যবসায়ী — : সফার দ্রঃ ।

তু: পদ্মপুরাণ : চলিলেক সদাগর দক্ষিণ সফর
হরসিতে করিল গমন ।

পু: গোবিন্দদাস, বিজ্ঞানন্দর : পুনরপি যায় স্তম্ভর সেই নদীতীরে । ধরিয়া
ধোগীবরে সফরে ঘরে ঘরে ॥ অথবা, অরদামঙ্গল : দিনেমার এলেমান
করে গোলন্দাজী । সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥

সফার, সোফার, সূফার — গাড়ী চালক । আ. সফ্ফার — সাফির শব্দের
বহুবচন (ভ্রমণকারী) : সফর দ্রঃ ।

তু: শরৎ, সতী : কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শুনিতে পাইল, স্ত্রী উপরের
জানালা হইতে সোফারকে ডাকিয়া বলিতেছে, আবতুল ধোগীন বাবুর
বাড়ি থেকে এলে বুঝি ।

সফিনা, সপিনা — বিচার বিভাগের তলব বা শমন (Summons) । আ.
সফীনহ ।

তু: নীলদর্পণ : হুকুম হইল যে ... সাফাই সাক্ষীদিগের নামে
রীতিমত সফিনা জারী হয় । পু: গল্পগুচ্ছ : রামকানাই সহসা আদালত
হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন ।

সফেদ, সপেদ — শাদা । ফা. সফেইদ (সং শ্বেত) ।

তু: রামপ্রসাদ, বিজ্ঞানন্দর : চৌগোঁকা যজ্ঞাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল ।
সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল ॥ পু: বাউল গান (ফ. পাজ্জশাহ) :
ছিয়া ছফেদ লাল জরদে নুরের আসন ঘিরে রয় । মোকাম নাছুত, লাছং,
মালকুত, জবরুত চারি হয় ॥

সফেদা — এক প্রকার খরমুজ ; চাউলের ভিতরকার শাদা অংশ ; সীসা হইতে
প্রস্তুত এক প্রকার শাদা রং । ফা. সফেইদা । সফেদ দ্রঃ । -র- এক
প্রকার বৃক্ষ । ফা. সফেইদার ।

সব — শব দ্রঃ ।

সবজি — কাঁচা তরকারী, সরসতা । ফা. সব্জী. । সবুজ দ্রঃ ।

তুঃ বউ ঠাকুরাণীর হাট : এমন সময়ে শাকসবজির চূপড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল ।

সবব, ছবব — কারণ । ফা. সবব্. ।

তুঃ আমীরুদ্দীন, কাছাছোল আশিয়া : তার বিচে সায়েরের ওফাত হইল ।
এই দুই ছববেতে দেরি হৈয়া গেল ॥

সবর — ধৈর্য । আ. সবর্. । সবুর্ দ্রঃ ।

তুঃ তোহফা : সবর-শোকর প্রভু কর মোরে দান । এ দোন প্রসাদে
পাইমু দুই কুলে মান ॥

সবি — ছবি ।

সবুজ — রং বিশেষ, কাঁচা, তাজা । ফা. সবজ্. । সব্জি দ্রঃ ।

তুঃ যুরোপ প্রবাসীর পত্র : বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখানে
তেমনি ফুল ফুটেছে । পুঃ নীলদর্পণ : কিন্তু আমার সবুজ স্নাতা ফুরয়ে
গেছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি ।

সবুর — ধৈর্যশীল, ধৈর্য । আ. সবূর্. । সবর দ্রঃ ।

তুঃ বাঃ প্রবাদ : সবুরে মেওয়া ফলে । পুঃ আ. ঘ. দুলাল : মোরা
আর সবুর করতে পারি না ।

সমা — শমা দ্রঃ ।

সমুদা — শমুর্দা দ্রঃ ।

সয়তান — শয়তান দ্রঃ ।

সয়লাব — ছইলাব দ্রঃ ।

সয়াল — সওয়াল দ্রঃ ।

সর — শহর দ্রঃ ।

সর — সের দ্রঃ ।

সরকার — উপাধি বিশেষ, হিসাব রক্ষক, কর্মকর্তা, গবর্ণমেন্ট (Government)

ফা. সর্-কার — প্রধান কার্যনির্বাহক ।

তুঃ অপসরণ : তার পূর্বপুরুষদের কেউ হয়তো মোগল বাদশাহের বাজার সরকার ছিলেন, তাই থেকে সরকার পদবী । পুঃ রবীন্দ্র, আত্মশক্তি : ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার । অথবা, বা, প্রবাদ : জানেন না কু, খু, করতে আসেন সরকারি । আবার, যুরোপ প্রবাসীর পত্র : সেটা কমন অর্থাৎ সরকারি জায়গা ।

সরখেল — উপাধি বিশেষ, সেনাধ্যক্ষ । ফা. সর্-খৈল্ ।

তুঃ শ্রীচ. চরিতামৃত. আদি : সূর্যদাস সরখেল, তার ভাই কৃষ্ণদাস । নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস—প্রেমের নিবাস ॥ পুঃ ঐ : ই-হার ঘরের আয়বায় সব তোমার স্থানে । সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥

সরগরম — উৎসাহপূর্ণ, ব্যস্ত । ফা. সর্-গরম্ ।

তুঃ আ. ঘ. দুলাল : ছগলী মাজিষ্ট্রেটের কাছারি বড় সরগরম । পুঃ জীবনস্মৃতি : কিন্তু তাঁহার গল্পটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল ।

সরজমি, -ন, সরে-জমিন — ঘটনাস্থলে, স্থানপ্রাপ্তে । ফা. -সর্-জমীন্ বা সরে-জমীন্ ।

তুঃ পু. গীতিকা, ২য় : হাঁটিয়া চলিল জামাল বাপের সাক্ষাতে । পিতাপুত্রে দেখা হইল সরজমানেতে ॥ পুঃ আ. ঘ. দুলাল : বেটা সরজমিতে আপনি এসে মোদের বুননি জমির উপর লাঙ্গল দিতেছে । অথবা, রবীন্দ্র, বিচিত্র প্রবন্ধ (সরোজিনী প্রয়াণ) : পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরে-জমিনে লেখা চলিতেছিল সরে-জমিনে না হউক সরে-জলে বটে—এখন আমরা ডাঙ্গার ধন ডাঙ্গায় ফিরিয়া আসিয়াছি ।

সরজাম — উপকরণ, আসবাবপত্র । ফ. সর্-অন্-জাম — পরিণতি, উপকরণ : অঞ্জাম দ্র : ।

তুঃ অল্পদামঙ্গল :

পাতশাহী সরজাম যত আছে ধূম ধাম
ভূত দিয়া সব লুটাইব ।

সর্ত — শর্ত দ্র : ।

সরদার — প্রধান ব্যক্তি, নেতা, মোড়ল । -ই, -ঈ— নেতৃত্ব । ফা. সর্-দার; -ঈ ।

তু: মৈ. গীতিকা : ডাকাতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দার । মাইনকা নামে ছুড়ু ভাই আছিল তাহার ॥

সরদাল — প্রাচীর সীমানা । ফা. সরে-দিবার্ : সর ও দেওয়াল দ্র : ।

তু: মহানিশা : পাশের ঘরে দরজার কপাট ও দেওয়ালের 'সরদালে' উই পোকার বাসা জন্মিয়াছিল ।

সর্দি — ঠাণ্ডা ভাব, হঠাৎ ঠাণ্ডাজনিত রোগ, সৈতসৈতে । ফা. সর্দ্, -ঈ (সং শরৎ, শারদীয়) । -গরমি — ঠাণ্ডার পরে হঠাৎ গরম জনিত রোগ । গরমি দ্র : ।

তু: আ. ঘ. দুলাল : ক্যাস বহি সেখানে মাসাবধি থাকাতে সর্দিতে খারাব হইয়া গেল । পু: লীলাবতী: গতকল্য সিদ্ধেশ্বরের একখান লিপি পড়তে পড়তে সর্দিগরমি হয়ে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন ।

সরপর্দা, -ফর্দা — পর্দাপ্রান্তে, সুরের সীমানায় । ফা. সর্-পর্দহ — এক প্রকার গানের সুর ।

তু: বেলা শেষের গান :

ওরে দূর থেকে মেতে উঠল ডুবন,

তাই হাওয়া ফেরে ফরফর সরফর্দায় ।

সরপেচ, শিরপেচ — পাগড়ী । ফা. সর্-পেচ্ ।

সরপোষ — টুপী, পাগড়ী, মস্তকাবরণ । ফা. সর্-পোশ্ ।

তু: মহানিশা : একপাশে একখানি জলচৌকির উপর ধূলি-রঞ্জিত বাধা ছাঁকা সরপোষ ... ।

সরফরাজ — গণ্যমান্য, সমৃদ্ধ । ফা. সর্-ফরাজ্ ।

তু: আ. ঘ. দুলাল : বেটা কি সাওথোড় ও সরফরাজ । পু: আনন্দমঠ : কিন্তু মহম্মদ রেজাখাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব ।

সরবৎ — শরবৎ দ্র : ।

সরবন্দ — পাগড়ী । ফা. সর্-বন্দ ।

তু : ঘনরাম : পটুকা কমরবন্দ সরবন্দ শিরে ।

সরবরাহ — পাথের, যোগান, দ্রব্য-সন্তান । ফা. সর্-ব-রাহী — পাথের ব্যবস্থা

তু : আ. ঘ. ছুলাল : আমরা জিনিষ সরবরাহ করিয়াছি ।

সরম, শরম — লজ্জা, নম্রতা । ফা. শর্ম ।

তু : জ্ঞানদাস, পদাবলী : কহিতে সরম পাই কহিতে সরম । আমায়ে
আচরে সহ পুরুষ ধরম ॥ পু : অন্নদামঙ্গল : শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম ।
তোমার সহিত নহে এমন মরম ॥

সরমিন্দা — শরমিন্দা দ্র : ।

সরহদ্দ, সরহদ, ছরহদ্দ — সীমানা, প্রান্তভাগ । ফা. সর্ এবং আ. হঃদ্

সের এবং হদ্দ দ্র : ।

তু : আ. ঘ. ছুলাল : তাঁহাদিগের আপন আপন সরহদ্দের বাহিরে হুকুম
জারি করিতে গেলে আদালতের মন্ডল আবশ্যক হইত । পু : লালন গীতিকা :

অধোপদ্য উদ্ধৃপদ্য—

নিত্যলীলার এই ছরহদ্দ ।

সরা — সরাব দ্র : ।

সরা, শরা — ধর্মবিষয়ক বিধিব্যবস্থা । আ. শর্-অ । শরিয়ৎ দ্র : ।

তু : পু. গীতিকা, ৩য় :

ছুলা কণ্ঠা হৈল রাজি সরা পড়াইল কাজি,

দেশবাসী করিল ভোজন ॥

পু : রাজসিংহ : তাহাদের সাহায্যে মবারক ও জেব-উল্লিসার সরামত
পরিণয় সম্পাদিত হইল ।

সরা, -ই — পাহাশালা । ফা. সর। -খানা — খানা দ্র : ।

তু : নাগিনী কণ্ঠার কাহিনী : ছোড়া সেই গরমে এতবড় ধরাকে দেখলে
সরাখানা ।

সরাকৎ — সরিকৎ দ্রঃ ।

সরান — রাজপথ, সোজা (রাস্তা) । ফা. শাহ-রাহ ।

তুঃ শ্রীচৈ. চরিতামৃত, মধ্য : এথা সনাতন গোসাঞী প্রয়াগে আসিয়া ।
মথুরা আইলা সরান রাজপথ দিয়া ॥

সরাব, সরাব, সরাপ, সরা — মদ্য, মদ্যপাত্র । আ. শরাব্ । -খান, -খান
— মদ্যশালা ।

তুঃ নজরুল ইসলাম : শাকীর শারাবের পিয়ালার পরে । সক্রমণ অশ্রুর
বেলফুল করে ॥ পুঃ চাচা কাহিনী : আজ এই শরাব খানায় হঠাৎ
যে কেন তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম । অথবা, আ. ঘ.
হুসাল : তাহার পৃথিবীকে শরাখান দেখে । আবার, পূ. গীতিকা, ২য় :
কৃষ্ণসাহার দোকান ভেঙ্গে সরাপ খাব বসে ।

সরাবৎ — অত্যাচার, জুরজুলুম । আ. সরায়ৎ ।

তুঃ আ. ঘ. হুসাল : হয়ত কোন বেস্তার বাটীতে গিয়া সোর সরাবৎ
করিয়া তাহার কেশ ধরিয়া টানেন ।

সরারৎ, -ই — অত্যাচার, ক্ষতি । আ. শরারৎ ।

তুঃ প্রা. বা. পত্রসঙ্কলন : জে মহারাজার আমলে জে মনসবদার নমক
হারামি কিয়া সরারতি করিআছে তখন সেহি মহারাজা তাহার তকঃশীর
মাফিক সাজা করিআছেন ।

সরাসর, -ই — সম্পূর্ণভাবে, সোজাসোজি, আপাদমস্তক । ফা. সরাসর্ ।

তুঃ মহানিশা : কিছুমাত্র দ্বিধা না রাখিয়া সে সরাসর উপরে উঠিয়া
গেল । পুঃ রবীন্দ্র জীবনী, ৪র্থ : প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে অভাব
অভিযোগ ত্রুটি লইয়া সরাসরি হাজির হইতে পারিতেন ।

সরাহৎ — পবিত্রতা, শুদ্ধাচার । আ. স্বরাহঃৎ ।

তুঃ আহকামল জোমা :

মোছলমানী সরাহতে তাঁরা কৈন্ত বুঝা বাতে,
মোখালেফ হইল তামাম ।

সরিক — শরিক দ্রঃ ।

সরিকত, শরিকত, সরাকত — অংশীদারী, বন্ধন । আ. শরাকৎ : শরিক ও বে-সরাকৎ দ্রঃ ।

সরিয়ৎ — শরিয়ৎ দ্রঃ ।

সরেওয়ার — গোপন তথ্য । আ. সরাইর্ ।

তুঃ আ. ঘ. ছলাল : কিন্তু সে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না।

সরে-জমিন — সরজমি দ্রঃ ।

সরোদ — একপ্রকার বাতযন্ত্র । ফা. শাহ-রুদ্ ।

সলখে, সলখে, শলখ — গুলি-নিষ্ক্ষেপ বা-নিষ্ক্ষেপের শব্দ ।

আ. শলখ্ ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল :

কামানের ছড়ছড়ি বন্দুকের ছড়ছড়ি

সলখে বাণের গড় হয় ।

সল্লা, সলা — শল্লা দ্রঃ ।

সলাবৎ, সেলাবৎ — উত্তেজনা, চাকচিক্য । আ. সল্‌বৎ ।

তুঃ কেশরনাথ, মধুরেন : আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, কুমকুমের চেয়ে তোমাকে ঢের বেশী মানাবে, ভালো দেখাবে । ওরা কেবল সেলাবতে থাকে, ঘষে-মেজে চটক রাখে ।

সহবৎ — সংঘবদ্ধতা, সখ্য, মিলন । আ. সহঃবৎ । সুবাদ দ্রঃ ।

তুঃ আ. ঘ. ছলাসঃ মতিলাল যেমন বাপের বেটা যেমন সহবৎ পাইয়া-ছিল...তেমনি তাহার বিদ্যাও ভারি হইল । পুঃ নারায়ণ, টোপ : রাজা -রাজড়ার সহবৎ, কাজেই যতটুকু জিজ্ঞাসা করব ঠিক ততটুকুই উত্তর ।

সহর — শহর দ্রঃ ।

সহরৎ — শোহরৎ দ্রঃ ।

সহল — সহজ, ধীর । আ. সহল্ ।

তুঃ অন্নদামঙ্গলঃ বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে । বসিয়া পশিলা ভ্রমরা
কমলে । পুঃ রামেশ্বর, শিবকীর্তন পালাঃ উরুতের উপরে উমার হস্ত
রাখ্যা । সহলে সহলে মলে তেলে জলে মাখ্যা ॥

সহি, সহী — স্বাক্ষর, উপযুক্ত, ঠিক । আঃ. স্বহীঃ — প্রকৃত (হাতের অক্ষর)
-সাবুদ সাক্ষীর হস্তাক্ষর । ফা. স্বঃহীয়ে-ছাবিবঃ সাবুদ দ্রঃ ।

তুঃ বা. প্রবাদঃ মৎশ, মাংস, দহি, তবে ভোজন সহি । পুঃ আ. ব.
হুলালঃ আপনি কেবল একথানা ওকালৎ-নামা সহি করিয়া দিবেন ।
অথবা, অপসরণঃ সহী অবশ্য তার নিজের হাতের । আবার, মুক্তারাম,
সারদামঙ্গলঃ দাস হইয়া পদে কহি কথা এ রহিয়াছ সহি
গুন মাতা অখিল ঈশ্বরী ।

বা, বাংলার বাউল গানঃ

প্রেম-পাথারে সাঁতার দিও খুব হুঁশিয়ারে ।

নিশান-সহী না হলে

নদীর কূলে দাঁড়ালে,

তোর লাভে মূলে সব যাবে সরে ॥

কড়ি দিয়ে কিনলামঃ দলিলগুলিতে সহী-সাবুদ যা করবার তা করে
নেওয়া হয়ে গিয়েছে ।

সহিদ — শহীদ দ্রঃ ।

সহিস, সহীস — (অশ্ব-) অধ্যক্ষ । আ. সাইস্ ।

তুঃ রবীন্দ্র, পলাতকাঃ নেউড়ি-ভরা নোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী ।
ছিল সহিস বেহারা চাপরাসী ॥ পুঃ আ. ব. হুলালঃ তারা কি সহীসগিরি
কর্ম করিত ?

সা — শাহ দ্রঃ ।

সা — মত । ফা. সা । লাল-চে দ্রঃ ।

সাইত — ছায়াৎ দ্রঃ ।

সাইবানী — সাইবানা দ্রঃ ।

সাইর — সার দ্রঃ ।

সাইর, সাইর — কবি । আ. শাইর । -ই - কবিত্ব, কবিতা । ফা -ঈ ।
সাইর দ্রঃ ।

তুঃ কাছাছোল আমিয়া : সাইরের কথা কিছু শুনহ আগাম । গোনাগার
থাকছার বেজাউল্লা নাম ।

সাঁকো — সাকু দ্রঃ ।

সাকরিদ, সাকরেদ — শাগরেদ দ্রঃ ।

সাকি — প্রিয়তম, পেয়লা-বাহক । আ. সাকী ।

তুঃ নজরুল, বুলবুল : সাকীর শারাবের পিয়ালার পরে ।
সকরুণ অশ্রুর বেলফুল করে ॥

সাকিন, সাকিম — গৃহ, বাসস্থান । আ. সাকিন্ — যেখানে বাস করা হয় ।

তুঃ সীতারাম, ধর্মরাজের গীত : গজপীঠে সাজিল অজয় সিংহ শূর । হাকিম
ছিকিম সাজে সাকিম কাঁউর ॥ পুঃ কবিকঙ্কণ চণ্ডী : গন্ধবণিক জাতি
দেশ গোড় নাম । সাকিম মঙ্গলকোট উজোবনি গ্রাম ॥

সাকু, সাঁকো, সাকোয়া — সেতু, ঘাত-পূরণ । আ. শক্ বা ইহার বহুবচন
শকূক্ ।

তুঃ পু. গীতিকা, ওয়ঃ করিব কেশের সাকু যমুনা উপরে । তাহাতে হাঁটিয়া
পার যে হইতে পারে ॥ পুঃ জোড়াসাঁকোর ধারে জোড়াসাঁকো নাম ছিল
বাড়ির, দুটো বাড়িও ছিল, কিন্তু ওই দুই সাঁকোর তলা দ্বিগুণে যে এক
নদীর স্রোত বহিত ; সে দিন আর নেই, সে বাড়িও আর নেই । অথবা,
রবীন্দ্র, বিবিধ প্রবন্ধ (লাইব্রেরি) : অতল-স্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর
কেবল এক-একখানি বই দিয়ে সাঁকো বাঁধিয়া দিবে । আবার, ময়নামতীর
গান : কেশর শাক্ততা কৈল খুরের ধারানী । তাতে হাট হৈল পার মৈন
সুবদনী ॥

সাকুব — অকুব দ্রঃ ।

সাকোয়া — সাকু দ্রঃ ।

সাগরেদ — শাগরেদ দ্রঃ ।

সাজশা — চক্রান্ত, চাতুরী । ফা. সাজিশ্ ।

তু : সতীনাথ, ঢেঁ। চ. মানস : 'টাকা খেয়ে সাজশ করেছে, সাল চোটোর দল', গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে ঢেঁড়াই । পুঃ অচিন্ত্য, হুরবাহু : এই গয়নাতে কত না জানি যোগসাজসের সত ।

সাজা — শাস্তি । ফা. সজা ।

তু : অপসরণ : সাজা হলে তার উপর আপীল আছে ।

সাজোআল, সজাওয়াল — খাজনা-সংগ্রাহক । ফা. সজা'বল্ ।

তু : প্রা. বা. পত্রসঙ্কলন, পৃ : ৬ ।

সাটিন — এক প্রকার বোনা কাপড় । আ. শত্‌ন্ — বোনা (ইংরেজী satin এর মাধ্যম) ।

তু : সংবাদ প্রভাকর (২৬. ২. ১২৫৪.) : ... তাহার প্রমাণ ইংরাজরা এই দেশ হইতে রেশম লইয়া যান এবং শিল্পবিদ্যার অনুরাগে তদ্বারা সাটিন ও মকমল প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করেন ।

সাত — সাহিত্য দ্রঃ ।

সাতির — ছাদে ব্যবহৃত প্রধান কাষ্ঠফলক । আ. সাতির্ — আবরণ ।

সাদৎ — উৎসব, সৃজনতা । আ. স্'আদৎ ।

তু : হু প্যা. নকশা : পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড়-লেগে গ্যাচে ।

সাদা, শাদা — সরল, অকৃত্রিম । ফা. সাদহ ।

তু : পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ : আমার দাদায় বড় সাদা—
সাদা মনে দিলি কাদা,
ওহে কলঙ্কিনী রাধা ।

সাদি — শাদী দ্রঃ ।

সানক, সানকি, শানকি — মৃৎপাত্র। আ. শহঃনক্।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : সানক পিয়াল। নেও লেখাঘোখা করি। ইহার বদলে দিবা লোটা গাড়ু বারী। পুঃ বা. প্রবাদ : এক শানকির ইয়ার। অথবা, চাচা কাহিনী : পাস্তাভাতে কাঁচা লক্ষা চটকে এক সানক গিলে এলুম।

সানা — পরিচ্ছদ বিশেষ। আ. সনা বা সিন্'অ।

তুঃ কুত্তিবাস : গায়েতে পরিল সানা, মাথায় টোপর। ধনুর্বাণ হাতে রাজা চলিল সত্বর ॥

সানাই, শানাই, সানি, সাহিনী — একপ্রকার বাঁশী। ফা. শাহ-নঈ।

তুঃ দ্বিজমাধব : ঢাকরিয়া ঢাক বায়ে সানাই করতাল। নানাবিধ বাণ্ড বাজে শুনিতে রসাল ॥ পুঃ শ্রীচৈ. ভাগবত, আদি : স্ত্রীগণেতে 'জয়, দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়। নটগণে মৃদঙ্গ, সানাত্রিও, বংশী বা'য় ॥ অথবা, রামনারায়ণ, ধর্মরাজের গীত : সিজা সানি সারিন্দা সখন সপ্তম্বর। ব্যালিশ বাজনা বাজি কম্পবান ধরা ॥ আবার, চৈতন্য মঙ্গল : মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংশ করতাল। সাহিনী শব্দ শুনি বড়ই রসাল ॥ বা, রবীন্দ্র, ধর্ম : রোশন চৌকির বৈরাগ্য গান্ধীর্ষ মিশ্রিত করণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে। পুঃ ঐ, গানভঙ্গ : সামনে বসি তার বরজলাল ধরেছে শাহানার সুর।

সানি — ছামি দ্রঃ।

সাক — পরিষ্কার, পবিত্র। আ. স্বাক্। -কাওলা — সম্পূর্ণ স্বহত্যাগ পূর্বক বিক্রয়ের দলিল পত্র। কাওলা দ্রঃ। -সুতরো — পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। সুতরো দ্রঃ।

তুঃ শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র : কিন্তু আসল প্রণেয়ে সাক বলিয়া দিয়াছিলেন। পুঃ সধবার একাদশী : মেজাজটা সাক কর। অথবা, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস : হে খোদা অন্তর মম কর পাক ছাপ। জীবনের যত গুনা করে দাও মাক ॥ আবার, অপসরণ : তাহলে যাই, সাক সুতরো হয়ে আসি।

সাফা, -ই — নির্ণা বা পবিত্রতা, পটুতা, নির্দোষ। আ. স্বফা বা স্বফীই।
সাফ দ্রঃ।

তুঃ দশকুমার চরিতঃ নিশ্চয়ই আপনার কারাগারে একটা না একটা হাত-ছফাই চোর পাওয়া যাইবে। পুঃ মহানিশা : নিজের দোষের সাফাই গাহিতে তাহাকে অনেক কথা লিখিতে হইয়াছিল। অথবা, নীলদর্পণ : এবং সাফাই সাফাদিগের নামে রীতিমত সফিনা জারী হয়।

সাবাশ, শবাশ — প্রশংসামূচক ধ্বনি, উৎসাহ বাক্য, বেশ। ফা. শাদ্ বাশ্ — সুখী হও। -ই — বাহাদুরী, কৃতকার্যতা। ফা. শাদ্-বাশী।

তুঃ অপসরণ : সাবাস, কমরেড। পুঃ রবীন্দ্র, প্রাকৃতির প্রতিশোধ : শাবাশ দাদা, একবার উঠে পড়ে লাগো তো অথবা, ধূপছায়া : শুধুমাত্র একটি বিষয়ে তারা আমাদের বাহাদুরী সাবাশী দিতে অকুণ্ঠ ছিলেন।

সাবুদ, সাবুৎ, শাবুদ — সাক্ষী। আ. ছাবিভ্ — প্রমাণ।

তুঃ রবীন্দ্র, রাজাপ্রজ্ঞা : ২য় : আমি অত আইন কানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না। পুঃ পূ. গীতিকা, ২য় : ভাব্যাচিন্ত্যা বলরাম যায় তার বাড়ী। পাঁচশ টাকা করজ করে ইমান সাবুদ করি ॥

সাবেক — পূর্ববর্তী, প্রাচীন। আ. সাবিব্।

তুঃ চি. প. স. চিত্র : সাবেক গোমস্থা বেরিজ হইয়াছে।

সাম — শাম দ্রঃ।

সামলা — শামলা দ্রঃ।

সামিয়ানা — শামিয়ানা দ্রঃ।

সামিল, শামিল — অন্তর্ভুক্ত, সংক্রান্ত, সম্বলিত, আ. শামিল্।

তুঃ অপসরণ : সেও ভালবাসার সামিল, কেননা সে ভালোবাসাকে আরো বড় করে। পুঃ রবীন্দ্র, চিঠিপত্র : যাহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করেন।

সামিয়ানা — শামিয়ানা দ্রঃ।

সায়বানা, সাইবানী, সায়বানী, সাহেবান, সাহেবানা — আচ্ছাদন, চাঁদোয়া ।

সামিয়ানা দ্রঃ । ফা. সায়হ-বান্ ।

তু : স্বর্ঘ্যের গান : স্বর্ঘ্যাই আইল শিবাই আইল পড়্যা গেল সাড়া ।

সায়বানা টানাইয়া তারা রৈল কদমতলা ॥ পু : শ্রীচৈ. ভাগবত, মধ্য : সম্মুখে
বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা । বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান ॥

সায়মান — শামিয়ানা দ্রঃ ।

সায়ের — ছায়াং দ্রঃ ।

সায়ের — সাহেব দ্রঃ ।

সায়ের — ভ্রমণ । আ. সঙ্গর্ ।

তু : জামাই বারিক : সায়েরে গিয়েছে স্বামী হাব্‌লি অধার করে । পরাণ
জলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে ।

সায়ের — সাএর দ্রঃ ।

সায়েরস্তা — শায়েরস্তা দ্রঃ ।

সার, সারি, শাইর, শির, শায়ের — কবিতা, গ্রাম্য গান । সাএর দ্রঃ ।

আ. শ'অর্ বা শি র্ ।

তু : বা. প্রবাদ : গঙ্গায় সারি গাইলে গঙ্গা হয় না ছুট । ছুটের গুণ গাইলে
ছুট হয় না শিষ্ট ॥ পু : রবীন্দ্র, নদী : স্নুখে সারিগান গায় দাঁড়ি । কত
খেয়া-তরী দেয় পাড়ি ॥ অথবা, ক্ষেমানন্দ .

গোদায় তুলিল সাইর কুন্দা নাওয়ে দিল গইড়
পড়ে গোদা জলের ভিতর ।

আবার, সৈ. হামজা, আমীর হামজা : শায়েরি করিলেন পুঁথি আমীর হামজার ।

না ছিল কেতাব রুজু তামাম কেছার ॥

বা, জামাই বারিক : সীর মিল কন্তে তোকে কাকী বলে ফেলেছি ।

সারং — সারেক্স দ্রঃ ।

সারি — সার দ্রঃ ।

সারেস, সারং — (জাহাজের) চালক। ফা. সর্-হন্গ্।

সাল — বৎসর। ফা. সাল্। -আনা, -ইয়ানা — বাৎসরিক। ফা. আনহ :
আনা দ্রঃ। -তামামি — বাৎসরিক হিসাব, বৎসর পূরণের উৎসব।
আ. তমামী। তামাম দ্রঃ।

তু : চাচা কাহিনী : বেবাক ভুলে গিয়েছিলাম আজ আমাদের কারখানার
সাল-তামামী পরব — বিয়ার পার্টি।

সাল — শাল দ্রঃ।

সালগম, শালগম — ভক্ষণীয় মূল বিশেষ। ফা. শল্ঘম্।

তু : লোকরহস্য : এত কপি, সালগম ... সব আনিয়েছ কেন ?

সালাম — সেলাম দ্রঃ।

সালার, ছালার — প্রধান, সেনাধ্যক্ষ। আ. সালার্ — প্রধান, অধ্যক্ষ বা সেনাধ্যক্ষ
(সিপাহ সালার্)। সিপা দ্রঃ।

তু : সা. খান, রত্ন বিজয় : ছালার হইল বন্দি সর্ব-সৈন্ত ত্রাস। নৃপতি
দেখিয়া সোকে হইল হতাস॥ পু : ঐ : হাহা পুত্র ছিপাহ ছালার।

সালিশ — বিচার, মধ্যস্থ (ব্যক্তি)। আ. ছালিছ — তৃতীয় (ব্যক্তি)।

তু : রবীন্দ্র, আত্মগতি : যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল
নষ্ট না হইয়া সহজ বিচার প্রণালীতে সালিশ-নিষ্পত্তি দেশে চলে, তাহার
ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত ? পু : শ্রীম, কথামৃত, ২য় : লোকের
বগড়া-বিবাদ মিটাও — তোমাকে সালিশী ধরে, শুনতে পাই।

সালু, শালু — এক প্রকার লাল কাপড়। আ. শুল্লহ -স্ত্রীলোকের রজসিক্ত
পরিচ্ছদ।

তু : মক্কা তীর্থ হিংলাজ : অনেকে এক টুকরা লাল সালু সঙ্গে নিলে। চন্দ্র-
কূপের মাটি বেঁধে আনবে ঐ কাপড়ে।

সালোয়ার — শালোয়ার দ্রঃ।

সাহ — শাহ দ্রঃ।

সাহানা, সাহিনী — এক প্রকার গানের সুর। ফা. শহানহ। শানাই দ্রঃ।

তুঃ রবীন্দ্র, রাজর্ষিঃ সাহানা গান আরম্ভ হইল।

সাহেব, সায়েব — প্রভু, ভদ্রলোক, ইংরেজী শিক্ষিত লোক। আ. সাহিব্ —

ভদ্রলোক। -আন — বহুবচনের চিহ্ন। ফা. -আন্। -আনা —

ভদ্রোচিত, মার্জিত। আনা দ্রঃ। -সুবো — বিশেষ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।

সুবো দ্রঃ।

তুঃ চাচা কাহিনীঃ আমাদের ঠাকুরদাকে এক সায়েব আদালতে জিজ্ঞেস করেছিল তাঁর ব্যবসা কি? পুঃ কাব্য-আমপারাঃ ও আরো অনেক সাহেবান তাঁদের অমূল্য সময়ের ক্ষতি করে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার এই অল্পবাদে শুধু সাহায্য নয়, সহযোগিতাও করেছেন। অথবা, তারা-শঙ্কর, ইমারতঃ পুরানো সব ভেঙ্গে নয়া নয়া কারখানা করেছে সাহেবানেরা। আবার, রবীন্দ্র, শোধবোধঃ যখন নিজের সামর্থ্য হবে তখন যত-খুশি সাহেবিয়ানা করো, কিন্তু পরের পয়সায় লাহিড়ি সাহেবের তাক লাগিয়ে দেবার জন্য মেসোকে ফতুর করে দিয়ো না।

সাহেবান, সাহেবানা — সাইবানী দ্রঃ।

সিক্কা — মুদ্রা, মুদ্রা-ছাপ। আ. সিক্কহ।

তুঃ বা. প্রবাদঃ হাতে নেই সিক্কা, বাইরে বাইরে কক্কা। পুঃ লোকরহস্য বিরাণী সিক্কা ওজনে ছাত্রের গালে এক চপেটাঘাত করিলেন।

সিকদার — শিকদার দ্রঃ।

সিজদা — ছেজদা দ্রঃ।

সিজিল — বিচ্যস্ত। আ. সিজিল্ — প্রমাণ-চিহ্ন। -মিসিল — সুবিচ্যস্ত,

সুসজ্জিত। মিসিল দ্রঃ।

সিতাব — শিতাব দ্রঃ।

সিনা, শিনা — বুক। ফা. সীনহ।

তুঃ পূ. গীতিকা, ২য়ঃ নির্মলা শরীল তার মাজাখানি সুরু। শিনায় কদলী পুষ্প যেন কল্লতরু ॥ পুঃ ঐ, তৃতীয়ঃ ওরে সিনা ফাড়ি একদিন বাহির হৈব দম। পরনা লইয়া হাতে হাজির আছে যম ॥

সিন্নী — ছিন্নি দ্রঃ ।

সিন্দুক, সন্ডুক — লোহার বাস্তু, যে কোন বড় বাস্তু । আ. স্বন্দুক্ ।

তুঃ পু. গীতিকা, ৪র্থ : সিন্দুক খুলিয়া তারা পাইল বহু ধন । বর্মা দেশের সোনা পাইয়া খুসী হইল মন ॥ পুঃ ঐ, ৩য় : সন্দুক খুলিয়া নজর করি চায় । হাজার টাকার তোড়া সামনে দেখা যায় ॥ অথবা, মানিক গাজুলি ধর্মমঙ্গল : সিন্দুক সহিত গেছে দুই শত টাকা । অপর যে কিছু তার শেষ দিব লেখা ॥

সিপা, সিপাই, সিপাহি, সিকাঁই — সেপাই দ্রঃ ।

সিকাং, সেকাং — গুণসমূহ । আ. স্বিকাং — স্বিকাং (গুণ) শব্দের বহুবচন ।

তুঃ আ. ঘ. ছপাল : তেনার সেকং কি করব ? — তেনার স্বরত জেলেখার মাকিক ।

সিয়া — শিয়া দ্রঃ ।

সিয়া, সিয়াহ, শিয়াহ, ছিয়া — কাল, কালি । ফা. সিয়াহ ।

তুঃ রিক্তের বেদন : কেটে দেখ, সে লহ রক্তবর্ণ নয়, বিষজর্জরিত মুমূর্ষু মত তা নীল শিয়াহ । পুঃ অগ্নিবীণা : নীল সিয়া আসমান লালে লাল ছনিয়া । আশ্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া ॥

সিয়াহি — সেয়াই দ্রঃ ।

সিরাং — রাস্তা । আ. শ্বিরাহ্ । তুলনীয় = পুল সিরাত : পুল দ্রঃ ।

সিলাই — সেলাহ দ্রঃ ।

সিহং — স্বাস্থ্য, আরোগ্য । -খানা, সেত-খানা — স্বাস্থ্যনির্দিষ্ট ঘর, পায়খানা ।

তুঃ বা. প্রবাদ : সর্বস্ব খুইয়ে পাকা সেতখানা । পুঃ হ. প্যা. নক্শা : হেল্খ অফিসার, সেতখানার মেজেষ্টর ।

সুজনী — কাঁথা, নানাবর্ণে চিত্রিত বস্ত্র-আচ্ছাদন । ফা. সুজনী - সেলাই করা (পরিচ্ছদ) ।

সুতরো — ধোঁত, পরিষ্কৃত । ফা. শুস্তহ । যেমন, সাফ-সুতরো : সাফ দ্রঃ ।

সুদ — কুশীদ, ধন প্রয়োগের লাভ। ফা. সুদ। -খোর -কুশীদজীবী। খোর দ্রঃ।

তুঃ তারাশঙ্কর, ইমারত : ওঁরা বাদে, বিলকুল মাহুষ সুদ খাচ্ছে — সুদ নিচ্ছে, চুরি করছে — জেনা ব্যাভিচার করছে। পুঃ ঐ : তুর বাপ সুদি কারবার করে।

সুনৎ, সুনৎ, ছুনৎ—পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ছক-ছেদন -রূপ (ইসলাম) ধর্ম-সংস্কার।

আ. সুনৎ — (ইসলাম) ধর্মনিষ্ঠা। হজরতের মত ও পথের অনুসারি হওয়া।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই। সুনত দেওয়াই আর কলমা পড়াই ॥ পুঃ বাউল গান (লালন) : ছুনত দিলে হয় মুসলমান। নারী লোকের কি হয় বিধান ?

সুন্নি — ধর্মনিষ্ঠ, ইসলাম ধর্মের নিয়মাদিতে একান্ত অন্ধাশীল। ইসলাম

ধর্মের দুই প্রধান সম্প্রদায় — শিয়া ও সুন্নী। শিয়া দ্রঃ। আ. সুন্নী।

সুপারিশ, সুফারিশ — প্রশংসা। ফা. সফারিশ্।

তুঃ অপসরণ : আমরা সবাই তোমাকে এক একখানা সুপারিশ পত্র দিয়ে যাব।

সুফার — সফার দ্রঃ।

সুফারিশ — সুপারিশ দ্রঃ।

সুবা, সুবে — রাজ্য, প্রদেশ। আ. সুবহ। -দার রাজ্যপাল, সেনাধ্যক্ষ।

দার দ্রঃ।

তুঃ রবীন্দ্র, রাজর্ষি : যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া, বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা-নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই। পুঃ রাজীব, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত : এই কালীন ঢাকার সুবা হইলেন মুরশিদালি খাঁ। অথবা, চন্দ্রশেখর : সুবে বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীরকাসেম খাঁ মুজেরের দুর্গে বসতি করেন।

সুবাদ — বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, সামাজিকতা। আ. সুহঃবৎ। সহবৎ দ্রঃ।

তুঃ কড়ি দিয়ে কিনলাম : শুধু গ্রাম সুবাদে কেন, কাকা জ্যেষ্ঠা বাবা কারোর পাশই দেয় না।

সুবান-আল্লা, সুভানাল্লা, শোহনাল্লা — ভগবানকে ধন্যবাদ অথবা তাঁকে শত প্রশংসা ।

আ. সুবঃহান্-আল্লাহ । সুবো দ্রঃ ।

তু : সধবার একাদশী : সোভানুল্লা, জিতা রহ বাবা । পু : সা. বি. গোলাম
সমের মাথায় এসে তবলার চাটির সঙ্গে গানের ঝাঁক মিলে গেলেই বলছেন
— শোহন্-আল্লা, শোহন্-আল্লা ।

সুবে — সুবা দ্রঃ ।

সুবে, সুবো — প্রাতঃকাল । আ. সুবহঃ ব্ শাম্ । শাম দ্রঃ ।

তু : অবিশ্বাস্য : এটা নেই, ওটা চাই, সেটা কোথায় — সুবো শাম
লেগেই আছে ।

সুবো — তিনি প্রশংসিত হউন । আ. সুবঃহান্নুহ্ ।

তুলনীয় : সাহেব-সুবো — সেই মহান ব্যক্তি । আ. সাহিঃব্ সুবঃহান্নুহ্ ।
সাহেব দ্রঃ । তু : ঘরে বাইরে : বরঞ্চ তখন তাঁর আসবাবের দৈন্তে আমি
বারবার লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষতঃ বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা
আর কোন সাহেব-সুবোর সমাগম হত ।

সুমার, শুমার — গণন, মান-নির্ধারণ, বিচার । ফা. শুমার্ । আদম-শুমারি
— লোক গণনা, census. আদম দ্রঃ । সুমার-নবিশ — হিসাব
পরীক্ষক : নবিশ দ্রঃ ।

তু : অপসরণ : পাই পয়সার সুমার রাখে । পু : আ. ম. খাঁ, রজবাহার :

রোজ আজ শনিবার তারিখ শুমার তার

বৈশাখ মাসের তিন দিন ।

অথবা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী : কালরূপে জীবগণে আনি নিত্য পুরে । সুমার
করেন ধর্মার্থের বিচারে ॥ আবার, মৈ. গীতিকা : বেদ অমুসারে কর্ম
করিয়া সুমার । গুরু নিকট গেস শাস্ত্র শিখিবার ॥ বা, রবীন্দ্র, সমূহ :
ইংরেজের শুমারনবিশ ভূমি হিসাবে যে অকুটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে
তাহতে তাহার সমস্ত খাতা দুষিত হইয়া উঠিতেছে । পু : প্রভাত, পোস্ট-
মাস্টার : বড়ি স্থানীয় জমিদারী কাছারীতে সামান্য বেতনে সুমারনবীশের
কর্ম করে — ছোট ভাইটী স্কুলে পড়ে ।

সুরকি, সুরখি — ইষ্টক চূর্ণ, রক্তাভ । ফা. সুরখী — রক্তাভ । সুরখ দ্রঃ ।

তুঃ আ. ঘ. তুলাল : নয়তো হরিং বাটিতে সুরকি কুঠিতে হয় অথবা জিজির বা কাঁসি হয় । পুঃ রবীন্দ্র, বিচিত্র প্রবন্ধ (সরোজিনী প্রয়াণ) : এখানে সুরকিতে ইন্টেতে, ধূলিতে নাসারঞ্জে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠাৎ চলিতেছে । অথবা, ঐ, যোগাযোগ : মাঝে মাঝে সুরকি দিয়ে রাজানো রাস্তা ।

সুরখ — লাল, রক্তবর্ণ । ফা. সুরখ ।

তুঃ নজরুল-গীতিকা : আঁজল ভরে আনল কি প্রাণ কারবালাতে বীর শহীদান ।
আজকে রওশন জমীন আসমান নওজোয়ানীর সুরখ নূরে ।

সুরখি — সুরকি দ্রঃ ।

সুরৎ — ছুরত দ্রঃ ।

সুরৎ-হাল — হাল দ্রঃ ।

তুঃ কৃষ্ণকান্তের উইল : রীতিমত সুরত-হাল ও লাস তদারক্ করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন ।

সুরতান — সুলতান দ্রঃ ।

সুরমা, ছোরমা — কাজল । ফা. সুরমহ ।

তুঃ পূ. গীতিকা, ২য় : মেন্দি দিয়াছে কত্যা বাটিয়া চরণে । সুরমা দিয়া আঁকিয়াছে দুইটি নয়নে ॥ পুঃ তারাক্ষর, ইমারত : জনাব চোখে যেন যাহুর সুরমা পরে ঘরে ফিরল । অথবা জসিম, হাসু : ভাবিসাব তার কামন্দ করে লইয়া ছোরমা-দানী । আর সে পাবে না পরীর চোখেতে দিতে কালো রেখা টানি ॥

সুরা — কোরানের শ্লোকবিশেষ । আ. সুরহ ।

তুঃ তোহফা : কোরবানী করিতে শক্তি নাহিক যাহার । সুরা 'কওসর'
পড় দশা-বার বার ॥

সুরু — শুরু ।

সুরুং — ব্যস্ততা, ভরা । আ. সুরু'অং ।

তু : প্রভাত, নিষিক্ত ফল : ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার নিকটেই সে বসিয়াছিল — সুরুং করিয়া বাহির হইয়া গেল ।

সুরুয়া — শুরুয়া দ্রঃ ।

সুলতান, সুরতান — রাজা । আ. সুল্তান্ । — এ সুল্তানং — রাজাধিরাজ সম্রাট । ফা. সুল্তানে- সুল্তানৎ ।

তু : অমদামঙ্গল : কোঠায় কাদুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ । পাদশাহী শিরপা সুলতানী-সুলতানৎ ॥ পু : রবৌল্ল, মানী :

বন্দী তিনি আমার ঘরে,
সিরোহীপতি সুরতান ।

সুলেমানি — ছিলমানি দ্রঃ ।

সে — তিন । ফা. সি । যেমন, সেপায়া (অর্থাৎ তিন পা বিশিষ্ট : পা দ্রঃ) ।
ছে দ্রঃ ।

তু : দুর্গেশনন্দিনী : আয়েষা, একটা রূপার সেপায়ার উপরে যে পাত্র ছিল, তাহা হইতে একটু জলবৎ দ্রব্য লইয়া পুন মূছাগত রাজপুত্রের কপালে মুখে সিঞ্জন করিতে লাগিলেন ।

সেও, সেব — আপেল । ফা. সীব্ ।

তু : ব্যথার দান : তখন আমার বন্ধু একজন বাঙালী যুবক ডাক্তার সেব গাছের তলায় বসে গাচ্ছিল — ।

সেওয়া, সওয়া, ছেওয়া — ব্যতীত, ছাড়া । আ. সিবা ।

তু : মো. খাতের, জহুরা নামা :
দূর কর এই বাত মাফ কর মুঝে,
ইহা ছেওয়া যাহা চাহ দিব আমি তুঝে ।

সেকস্তা — শেকেষ্টা দ্রঃ ।

সেকায়েং — শিকায়ৎ দ্রঃ ।

সেখ — শেখ দ্রঃ ।

সেজদা — ছেজদা দ্রঃ ।

সেতখানা — সিহৎ দ্রঃ ।

সেতার, সেতারা — তিন তার যুক্ত বাণ্যযন্ত্র, গীটার । ফা. সিহ-তার্ বা -তারহ ।

তু : আ. ঘ. দুগাল : কেহ সেতারার মেজরাপ হাতে নেয় ।

সেতারা, ছেতারা — তারকা । ফা. সিতারহ (Eng. Star)

তু : ম. খাতের : লঘলা-মজহু : কিন্তু জন্মিল যখন লাড়কা তোমার ।

সেই ওক্কে নেক ছিল যোগ ছেতারার ॥

সেপাই, সিপাই, সিপাহি, সিকাি — সৈন্ত, সৈন্যদল । ফা. সিপহ, সিপাহ ।

-সালার — সেনাপাধ্যক্ষ । সালার দ্রঃ ।

তু : মৈ. গীতিকা : নামজাদা সিকাি যতেক জমিদার ।

দলে বলে দড় বড় রাজার দরবার ॥

সেফৎ, সেফাৎ — সিকাৎ দ্রঃ ।

সেব — সেও দ্রঃ ।

সেয়াই, সেয়াহি, সিয়াহি ছেয়াহি — কালি । ফা. সিয়াহী । সিয়াহ দ্রঃ ।

তু : গমের দরিয়া : গোলাব কারাবা মেরা দোয়াতকে কর ।

ছেয়াহি আতর আনি তার বিচে ধর ॥

সর, ছের, সর — মাথা, মস্তক । ফা. সর্ (সং শির) ।

তু : মো. খাতের, জহুরা নামা :

ছেরে কালা জুফা গলে মুখে আল্লা আল্লা বলে

আশা-বাণা সামনে গাড়িয়া ॥

-অঞ্জাম, সরঞ্জাম : সরঞ্জাম দ্রঃ ।

-কস — অবাধ্য । ফা. সর্-কশ্ ।

তু : কমলাকান্তের পুস্তক : মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, “ধর্মাবতার
সাক্ষী বড় সেরকস্ ।”

-কস্তা — শিরকস্তা দ্রঃ ।

-গরম : গরম দ্রঃ ।

-জমি : সর-জমি দ্রঃ ।

-দেওয়াল : সরদাল দ্রঃ ।

সেরেফ — স্রেফ দ্রঃ ।

সেরেস্তা — সংযোগ কারক ; আফিস, দপ্তর । ফা. সর-রিশ্তহ — সংযোগ সূচক । সর ও রেস্তা দ্রঃ । -দার — দপ্তরের প্রধান কর্মচারী, সংযোগ সাধন কারী । দার দ্রঃ ।

তুঃ অল্পরূপা, অবাচিতঃ অনেক চেষ্টার পর হরিহর জমিদার-সেরেস্তায় একটি ২০৭ মাহিনায় কাজ পাইল । পুঃ আ. ঘ. দুলাল : মিছিলের কাগজাত পড়া হইলে, সেরেস্তাদার বলিল — ।

সেলাবৎ — সলাবৎ দ্রঃ ।

সেলাম, সালাম, ছেলাম, ছালাম — শান্তি, অভিবাদন আ. সলাম্ । -আলিকুম, সেলামাক্বি — অভিবাদনের উক্তি, “আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক ।” আ. সলাম্ ‘অলয় কুম্ । -ই — শান্তিসূচক (ব্যবস্থা), উপগৌকণ, উৎকোচ । আ. সলামী

তুঃ বউঠাকুরাণীর হাট : সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল । পুঃ পু. গীতিকা, ৩য় : সভাজনে পন্নাম করি ঠাইয়াজির মোকাম । ছোড়ের মাগুতা জানাই বড়রে ছালাম ॥ অথবা, মৈ. গীতিকা : ধেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান । দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম ॥ আবার, বা. প্রবাদ : আশঙ্কেত থাকতে সেলামালি (বা সেলাম আলিকুম) নেই । বা, হ. প্যা. নক্শা : মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামাক্বির গুণা কতেন না । অথবা, মরুতৌর্থ হিংলাজ : গুল মহম্মদ অনেকের সঙ্গে ‘সালাম আলেকুম’ আর ‘আলেকুম সালাম’ সারতে লাগলেন । পুঃ বা. প্রবাদ : ঢেলা-সেলামি (অর্থাৎ বিবাহে ঢেলা ছোড়া বাবদ প্রাপ্য টাকা) । আবার, অন্নদামঙ্গল : শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার । সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার ॥

সেলামগাহ — প্রার্থনাস্থল । সেলাম ও গাহ দ্রঃ ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্তকে নাচে গায় ।

নকীব সেলামগাহে সেলাম আনায় ॥

সেলামত — শান্তি, নিরাপত্তা । আ. সেলামৎ ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : নারীবোশে দশভাই করে দণ্ডবৎ ।

নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামৎ ॥

সেলামালিকুম, সেলামাক্কি — সেলাম দ্রঃ ।

সেলামি — সেলাম দ্রঃ ।

সেলাহ. সেলে, শিলি, শেল, সিলই — অস্ত্র । আ. সেলাহঃ । -খানা — অস্ত্রাগার
খানা দ্রঃ ।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : সীলই হায়ই লইয়া হাতে পলিতায় ।

জাঠি শেল লইয়া কেহ খাণ্ডা পাকায় ॥

অথবা, ঐ :

সিলই-হাওই ছুটে, লক্ষ লক্ষ বাজী উঠে,

তোলপাড় মানিক্য পাটলী ।

পুঃ দুর্গেশনন্দিনী : বিমলা অতি দ্রুতবেগে দুর্গের শেলখানায় গেলেন ।

বা. সীতারাম : সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ ।

সেহা — শেহা দ্রঃ ।

সৈয়দ, সইদ — সম্ভ্রান্ত মুসলিম । মুসলিম উপাধি বিশেষ । আ. সইয়দ — হজরত
মুহম্মদের পৌত্র হস্নের বংশধর বিশেষ, পূজ্য ।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : হাসন সৈদের সাজে সাত করজন্দ । পুঃ

শ্রীচৈ. চরিতামৃত, মধ্য : পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিল গোড়-অধিকারী ।

সৈয়দজাদা হোসেন খাঁ করে তাঁহার চাকরী ॥

সোপদ — শোপদ দ্রঃ ।

সোফা — বসিবার জন্ত গদি আঁটা লম্বা চেয়ার । আ. সফ্-ফাহঃ — বসিবার জন্ত
প্রশস্ত পাকা স্থান ।

তুঃ নারায়ণ, মেঘরাগ : একটা সোফার ওপরে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে রইলেন
কৌশিক ।

-কস্তা — শিরকস্তা দ্রঃ ।

-গরম : গরম দ্রঃ ।

-জমি : সর-জমি দ্রঃ ।

-দেওয়াল : সরদাল দ্রঃ ।

সেরেফ — শ্রেফ দ্রঃ ।

সেরেস্তা — সংযোগ কারক ; আফিস, দপ্তর । ফা. সর-রিশ্তহ — সংযোগ সূচক । সর ও রেস্ত দ্রঃ । -দার — দপ্তরের প্রধান কর্মচারী, সংযোগ সাধন কারী । দার দ্রঃ ।

তুঃ অল্পরূপা, অঘাচিতঃ অনেক চেষ্টার পর হরিহর জমিদার-সেরেস্তায় একটি ২০৭ মাহিনায় কাজ পাইল । পুঃ আ. ঘ. দুলাল : মিছিলের কাগজাত পড়া হইলে, সেরেস্তাদার বলিল — ।

সেলাবৎ — সলাবৎ দ্রঃ ।

সেলাম, সালাম, ছেলাম, ছালাম — শান্তি, অভিবাদন আ. সলাম্ । -আলিকুম, সেলামাকি — অভিবাদনের উক্তি, “আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক ।” আ. সলাম্ ‘অলয় কুম্ । -ই — শান্তিসূচক (ব্যবস্থা), উপঢৌকণ, উৎকোচ । আ. সলামী

তুঃ বউঠাকুরাণীর হাট : সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল । পুঃ পু. গীতিকা, ৩য় : সভাজনে পন্নাম করি ঠাইয়াজির মোকাম । ছোড়ের মান্ততা জানাই বড়রে ছালাম ॥ অথবা, মৈ. গীতিকা : ধেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান । দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম ॥ আবার, বা. প্রবাদ : আশঙ্কিত থাকতে সেলামালি (বা সেলাম আলিকুম) নেই । বা, হ. প্যা. নক্শা : মানীর মান রাখতেন ও লোকের খাতির ও সেলামাকির গুণা কতেন না । অথবা, মরুভৌর্য হিংলাজ : গুল মহম্মদ অনেকের সঙ্গে ‘সালাম আলেকুম’ আর ‘আলেকুম সালাম’ সারতে লাগলেন । পুঃ বা. প্রবাদ : ঢেলা-সেলামি (অর্থাৎ বিবাহে ঢেলা ছোড়া বাবদ প্রাপ্য টাকা) । আবার, অন্নদামঙ্গল : শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার । সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার ॥

সেলামগাহ — প্রার্থনাস্থল । সেলাম ও গাহ দ্রঃ ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্তকে নাচে গায় ।
নকীব সেলামগাহে সেলাম জানায় ॥

সেলামত — শান্তি, নিরাপত্তা । আ. সেলামৎ ।

তুঃ অন্নদামঙ্গল : নারীবেশে দশভাই করে দণ্ডবৎ ।
নকীব ফুকাবে মহারাজ সেলামৎ ॥

সেলামালিকুম, সেলামাক্কি — সেলাম দ্রঃ ।

সেলামি — সেলাম দ্রঃ ।

সেলাহ, সেলে, শিলি, শেল, সিলই — অস্ত্র । আ. সেলাহঃ । -খানা — অস্ত্রাগার
খানা দ্রঃ ।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : সীলই হায়ই লইয়া হাতে পলিতায় ।
জাঠি শেল লইয়া কেহ খাণ্ডা পাকায় ॥

অথবা, ঐ :

সিলই-হাওই ছুটে, লক্ষ লক্ষ বাজী উঠে,
তোলপাড় মানিক্য পাটলী ।

পুঃ দুর্গেশনন্দিনী : বিমলা অতি দ্রুতবেগে দুর্গের শেলখানায় গেলেন ।
বা. সীতারাম : সেলেখানা গোলাগুলি কামান বন্দুক নানা অস্ত্রে পরিপূর্ণ ।

সেহা — শেহা দ্রঃ ।

সৈয়দ, সইদ — সম্ভ্রান্ত মুসলিম । মুসলিম উপাধি বিশেষ । আ. সইয়দ — হজরত
মুহম্মদের পৌত্র হুসনের বংশধর বিশেষ, পূজ্য ।

তুঃ বংশীবদন, মনসামঙ্গল : হাসন সৈদের সাজে সাত করজন্দ । পুঃ
শ্রীচৈ. চরিতামৃত, মধ্য : পূর্বে যবে আবুদ্দুহি রায় ছিল গোড়-অধিকারী ।
সৈয়দজাদা হোসেন খা করে তাঁহার চাকরী ॥

সোপদ — শোপদ দ্রঃ ।

সোফা — বসিবার জন্য গদি আঁটা লম্বা চেয়ার । আ. সফ্‌ফাহঃ — বসিবার জন্য
প্রশস্ত পাকা স্থান ।

তুঃ নারায়ণ, মেঘরাগ : একটা সোফার ওপরে ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে রইলেন
কৌশিক ।

সোফার — সফার দ্রঃ ।

সোয়াব — ছোআব দ্রঃ ।

সোয়ার — সওয়ার দ্রঃ ।

সোয়াল — সপয়াল দ্রঃ ।

সোর — শোর দ্রঃ ।

সোরং, সোরহং — শহরং দ্রঃ ।

সোর — শোর দ্রঃ ।

সোরাই, সোরাহি — মদ্যপাত্র, লম্বা গলা বিশিষ্ট বঁজো । আ. স্মুরাহী : ।

তুঃ যোগাযোগ : তার উপরে গুছিয়ে রাখলে পড়বার বই, কলমদান, ব্রটিং-
প্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস ।

পু. নজরুল, সাম্যবাদী : অধর আনার রসে ডুবে গেল দোজখের নার-ভীতি
মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরী-খুনে তিতি

সোহরং — শোহরং দ্রঃ ।

সৌখিন — শৌখিন দ্রঃ ।

সেফ, সেরেফ — কেবল মাত্র, ঠিক, ঠিক । আ. স্মিফ' ।

তুঃ চাচাকাহিনী : এরকম উমদা গেঞ্জি, সেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল ।

তুঃ আ. ঘ. হুলাল : হুনিয়াদারী মুসাফিরি সেরেফ আন যানা ।